بسم الله الرحمن الرحيم

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্কুলে ও গণমাধ্যমে শিশুদেরকে যৌনতার বিষয়ে পরিচিত করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

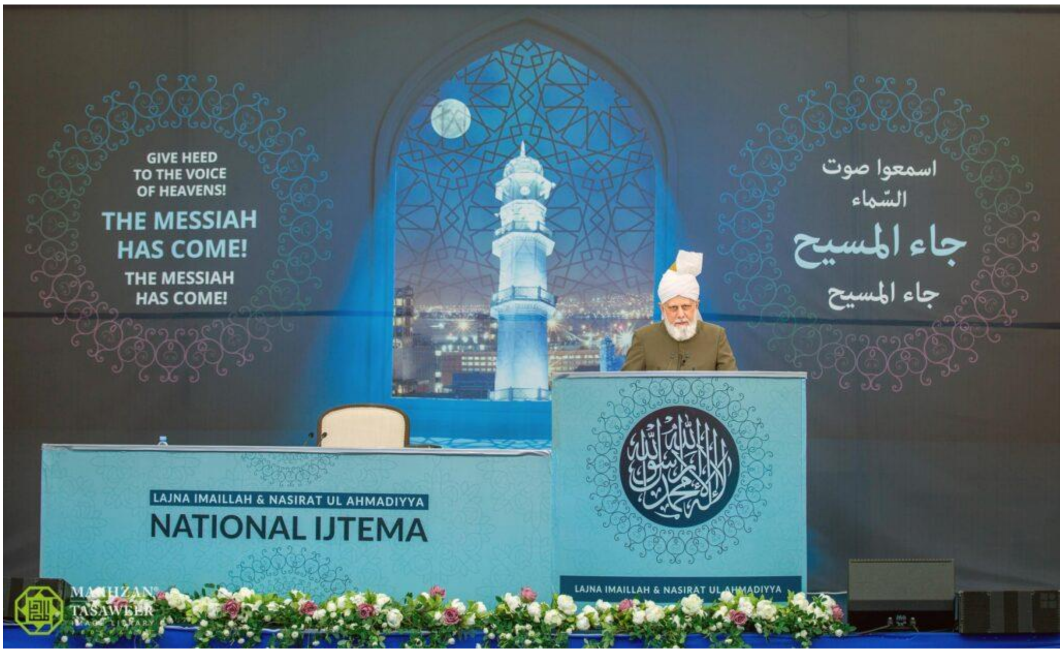
GIVE HEED
TO THE VOICE
OF HEAVENS!
THE MESSIAH
HAS COME!
THE MESSIAH
HAS COME!
اسمعوا صوت
السماء
جاء المسيح
جاء المسيح
LAJNA IMAILLAH & NASIRAT UL AHMADIYYA
NATIONAL IJTEMA
LAJNA IMAILLAH & NASIRAT UL AHMADIYYA
MAKHZAN-E-TASAWEER

“এমনকি স্কুলগুলোতেও কচি শিশুদের এমন অনুপযোগী ও অনৈতিক বিষয়সমূহ শেখানো হচ্ছে যেগুলো তাদের বোধগম্যতার বাইরে।” – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, ঈমানোদ্দীপক ও বিস্তৃত বিষয়াদি পরিব্যাপ্ত এক ভাষণের মধ্য দিয়ে লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাজ্যের জাতীয় ইজতেমা (বার্ষিক সম্মেলন) সমাপ্ত করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

কিংস্‌লি-র ওল্ড পার্ক ফার্মে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এ আয়োজনে ৬,৮০০ এর অধিক নারী ও বালিকা যোগদান করেন।

হুযূর আকদাস তাঁর ভাষণে অঙ্গসংগঠন হিসেবে লাজনা ইমাইল্লাহর দায়িত্বাবলি এবং সামাজিক প্রবণতা অনুসরণের ক্ষতি সম্পর্কে কথা বলেন।

হুযূর আকদাস অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অনেক বিবেচনার পর ‘লাজনা ইমাইল্লাহ্’ নামটি প্রদান করেন যার অর্থ হলো- ‘আল্লাহ্ তা’লার সেবাদানকারিণীদের সম্প্রদায়’।

হুযূর আকদাস বলেন সংগঠনের এমন একটি মহৎ নাম থাকার পর স্বাভাবিকভাবেই সদস্যাদের উপর গুরু দায়িত্বাবলি বর্তায়।

হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআনের সূরা আল হুজুরাত-৪৯:১৫ আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে মরুবাসী আরবদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

“তুমি বলো, ‘তোমরা (এখনও প্রকৃত) ঈমান আনয়ন করো নি’, বরং তোমরা বলো, ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি’ ”

লাজনা সদস্যাদের ওপর বর্তিত দায়িত্বাবলির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এখানে আল্লাহ্ তা’লা আদেশ প্রদান করছেন যে, যেখানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বলা উচিত তারা ‘ইসলাম গ্রহণ করেছে’ এবং মুসলমান হয়েছে, সেখানে তাদের ‘ঈমান আনা’-র বা প্রকৃত ঈমান লাভের দাবি করা উচিত হবে না। এর কারণ এই যে, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য ঈমানের মান কেবল ইসলাম গ্রহণ করা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। যে কেউ কলেমা পড়বে, সে নিজেকে মুসলমান বলতে পারবে, কিন্তু সকলে বলতে পারবে না যে, তারা ঈমানদার অথবা প্রকৃত ঈমান অর্জন করেছে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“মহান আল্লাহ্ তা’লা এক ও অদ্বিতীয়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল এবং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম-- এই ঘোষণা প্রদান করাটা ঈমানের সবচেয়ে প্রাথমিক স্তর। পরিপূর্ণ ঈমান আরো উচ্চ পর্যায়ের ঈমান এবং উপলব্ধি দাবি করে এবং কোন ব্যক্তি ঐ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না যতক্ষণ না তিনি আল্লাহ্ তা’লার সকল আদেশের উপর আমল করেন। সুতরাং, প্রত্যেক আহমদীকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা এই যে, তাদেরকে বিশ্বাস তথা ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের জন্য অবশ্যই জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।”

লাজনা সদস্যাদের উপর বর্তিত নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্বাবলির সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের মৌলিক তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনাদের সকলের সচেতন থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত ঈমানের মৌলিক বিষয়। নামায কোন ব্যক্তির সংশোধনের মূল ভিত্তি এবং একই সাথে এটি মুসলমানদের একতাবদ্ধ করতে ও তাদের সম্মিলিত বন্ধনকে শক্তিশালী করতে কাজ করে।”

হুযূর আকদাস বর্তমান সময়ের মিডিয়া বা গণমাধ্যমের মন্দ প্রভাব থেকে নিজেকে এবং নিজের সন্তানদেরকে বাঁচানোর গুরুত্ব সম্পর্কেও রূপরেখা প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আজকাল এমনকি শিশুদের কার্টুন বা কম্পিউটার গেমসেও এমন গল্প ও চরিত্রসমূহ উপস্থাপন করা হয় যা (শিশুদের জন্য) পুরোপুরি অনুপযুক্ত এবং শিশুদের নিষ্কলুষতাকে বিনষ্ট করে। এসবের মুখোমুখি হওয়ার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব খুবই ভয়াবহ এবং এগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সহজেই ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। তাই পিতামাতার উচিত তাদের সন্তান কোন ধরনের বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে তার দিকে নিবিড় দৃষ্টি রাখা এবং বাইরের প্রভাব মোকাবেলার জন্য আহমদী পিতামাতার উচিত তাদের ঘরে প্রকৃত ইসলামী পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে আল্লাহ্ তা’লার আদেশের উপর আমল করা হয় এবং সর্বোত্তম নৈতিকতা প্রদর্শিত হয়।”

আহমদী মুসলমান পিতামাতার তাদের সন্তানদের সঙ্গে সুগভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা নিয়ে আরও বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনার সন্তানের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলুন এবং তাদেরকে সেসকল বিষয় সম্পর্কে বলুন যেগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ তা’লা এবং মহানবী (সা.)-এর নিকটবর্তী করবে। পূর্বে আমি যেমনটি বহুবার বলেছি, আহমদী মুসলমান পিতামাতার শুরু থেকেই সন্তানদের সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলা আবশ্যকীয়। যদিও এটি পিতামাতা উভয়েরই দায়িত্ব, তবে, বিশেষ করে সন্তানের সঙ্গে প্রেমময় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ গ্রথিত

করা আহমদী মুসলমান মায়েদের কর্তব্য। আপনাদের উচিত সন্তানকে মুক্ত ও খোলাখুলিভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করা। সন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই কৌতহলী থাকে এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মায়ের দায়িত্ব।”

হুযূর আকদাস বলেন শিশুরা যদি এমন প্রশ্ন করে যার উত্তর মায়েরা জানেন না, তাহলে তাদের উচিত হবে না সেসব প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা পাশ কাটানো, বরং তাদের উচিত সেগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা এবং তা শিশুদের বুঝিয়ে বলা।

কীভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ গ্রথিত করে দিতে পারেন – এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“বর্তমান সমাজ নৈতিকভাবে কলুষিত এবং আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে, যেখানে মূলধারার গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মন্দ প্রভাব মানুষকে ধর্ম ও খোদার ওপর বিশ্বাস থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে চলেছে। এমনকি স্কুলগুলোতেও কচি শিশুদের এমন অনুপযোগী ও অনৈতিক বিষয়সমূহ শেখানো হচ্ছে যেগুলো তাদের বোধগম্যতার বাইরে। ফলে শিশুরা খুব ছোট বয়স থেকেই তাদের স্কুল ও বৃহত্তর সমাজ দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব পিতামাতার ওপর অনেক বেশি বর্তায়।”

IJTEMA 2022
LAJNA IMAILLAH &
NASIRAT UL AHMADIYYA
UNITED KINGDOM

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“আপনাদের সন্তানদের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন কেন ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন সব কিছুর ওপরে একে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আপনাদের সন্তানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা একটি বিশাল কাজ এবং বর্তমান সমাজে বেড়ে উঠা শিশুদের পিতামাতার জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ, আর এ প্রয়াসে মায়েদের মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।”

একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির যে সকল গুণাবলি অবলম্বন করা উচিত বলে হুযূর আকদাস আলোচনা করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো বিনয়ের বৈশিষ্ট্য।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একজন ঈমানদারের অপর একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য হল বিনয়। এটি বলা খুব সহজ যে আপনি বিনয়ী, কিন্তু কখনো কখনো কোন ব্যক্তির আচরণ তার পরিপন্থি হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ব্যক্তি যারা নিজেদেরকে বিনয়ী ভাবেন, তারা অনুধাবন করেন না যে তারা যেভাবে অন্যদের সঙ্গে কথা বলেন তা অন্যের জন্য কষ্টের কারণ হয়, আর তাদের এমন আচরণে তাদের অহংকার ও গর্ব প্রতিফলিত হয়। সর্বদা আমাদের সতর্ক ও সচেতন হতে হবে যে, আমরা কখনো যেন সামান্যতম অহংকারও প্রদর্শন না করি বা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে উচ্চতর মনে না করি। একদিকে যেখানে,

অহংকার সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে, এটি সন্তানের নৈতিক লালন-পালনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি একটি বিষয় যা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।”

গরীব ও অভাবীদের দান করার গুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“কোন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির জন্য অপর একটি আবশ্যকীয় গুণ এই যে, তাদের উচিত নিয়মিত দান-সদকা এবং আল্লাহ্ তা’লার পথে আর্থিক কুরবানীতে অভ্যস্ত হওয়া। আল্লাহ্ তা’লার ফযলে, আমাদের জামা’তের অধিকাংশ সদস্য গরীব ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য উদারভাবে সদকা প্রদান করেন এবং চাঁদা (নির্ধারিত আর্থিক কুরবানি) প্রদানের মাধ্যমে জামা’তের প্রয়োজন নির্বাহ করেন। বর্তমানে যেখানে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকুচিত হচ্ছে সেখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, তাদের উচিত তাদের নিজেদের চাহিদার দিকে মনযোগ দেয়া এবং সাহায্যের হাতকে সীমাবদ্ধ করা। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদেরকে তাদের কথা স্মরণ রাখা উচিত যাদের প্রয়োজন আমাদের থেকে বেশি এবং সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা উচিত।”

হুযূর আকদাস ‘পর্দা’-র ইসলামী ধারণা সম্পর্কে কথা বলেন। হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, কিছু নারী প্রকাশ করে থাকেন যে, পশ্চিমা সমাজে তাদের জন্য এটি পালন করা ‘কঠিন’। কিন্তু হুযূর আকদাস বলেন যে, এটি ‘অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক হীনমন্যতার’ ফল। হুযূর আকদাস বলেন তিনি পূর্ববর্তী ভাষণসমূহে উদাহরণ প্রদান করেছেন যে, কীভাবে তরুণ, পেশাদার আহমদী মুসলমান মহিলাদের অগণিত উদাহরণ রয়েছে যারা তাদের পেশায় নিয়োজিত থাকার সময়ে সাহসের সঙ্গে পর্দা অবলম্বন করে থাকেন।

এমন নারীদের কথা উল্লেখ করে, যারা কর্মে নিয়োজিত এবং হিজাবও পরেন, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ওই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন তাদের নিয়োগকর্তাগণ তাদেরকে হিজাব পরতে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আহমদী নারীগণ একটি অবস্থান নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন, আর তারা বলেছেন যে, তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে আপোস করবেন না। তারা কেবল তাদের নিয়োগকর্তাদের খুশি করার জন্য তাদের স্কার্ফ (মাথার ওড়না) অপসারণ করবেন না। তারা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য শালীনতাকে জলাঞ্জলি দেবেন না। তারা এটি স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী পোশাক পরতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে তাদের চাকরি হারানোকে তারা বেছে নেবেন। পরিশেষে, তাদের বুদ্ধিমত্তা দেখে এবং সন্দেহাতীতভাবে তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সৎসাহসে এবং তাদের নৈতিকতা ও শালীনতার মানে অভিভূত হয়ে, নিয়োগকর্তাগণ তাদের চিন্তা পরিত্যাগ করেছেন এবং পর্দা অবলম্বন করেই তাদেরকে কাজ করার অনুমতি দান করেছেন। সুতরাং, দুনিয়ার চাপের সামনে মাথা নত করবেন না! আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী কোন নির্দিষ্ট যুগের জন্য নয়, আর কেবল যদি আমরা এর ওপর আমল করি তবেই আমরা পরিপূর্ণতা দানকারী জীবন যাপন করতে পারবো এবং নিজেদেরকে ও নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে রক্ষা করতে পারবো।”

পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক মান, যা থেকে আহমদী মুসলমানদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে, তা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“পশ্চিমা দেশগুলোতে, স্কুলে অথবা অন্যত্র ছোট শিশুদেরকে এমন বিষয়সমূহ শেখানোর একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রবণতা ও ধারা বিদ্যমান, যেগুলো তাদের বোধগম্যতার বাইরে, এবং মোটেই তাদের বয়সের জন্য উপযোগী নয়। নিরীহ কচি বয়সের শিশুদের মাথায় তারা এমন বিষয়সমূহ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে যৌনতার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করাতে চাচ্ছে, যা হজম করার জন্য শিশুরা প্রস্তুত নয়। ইতিহাস জুড়ে (দেখা যায়), এত অল্প বয়সে শিশুদের সামনে এমন বিষয়সমূহকে (ইতোপূর্বে কখনও) উন্মোচন করা হয় নি। তাই আজ কেন কচি শিশুদেরকে যৌনতার বিষয়ে আলোচনা করতে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে? এটা কেবল তারুণ্যের নিষ্কলুষতাকেই বিনষ্ট করতে সফলকাম হবে, আর এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ প্রকাশিত হতে বাধ্য।”

THE MESSIAH
HAS COME!
THE MESSIAH
HAS COME!

ভাষণের শেষাংশে, অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়া করে হুযূর আকদাস বলেন:

“যদি আমাদের আহমদী নারীগণ তাদের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য পূর্ণ করতে সক্ষম হন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তারা তাদের বাড়িতে, তাদের শহরে, তাদের জাতির মাঝে, এমনকি পুরো পৃথিবীতে এক মহান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব বয়ে আনতে সক্ষম এবং তা সংঘটিত হবে। আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে সেই সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন যারা এমন এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব বয়ে আনে, আর এমন যেন হয় যে, বিশ্ব-মানবতার ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহ যেন সাক্ষ্য দেয় যে, এই যুগের আহমদী মায়েরা ও মেয়েরা তাদেরকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে এবং তাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে রাখার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ্ করুন এমনই যেন হয়।”

সমাপ্ত

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: media@pressahmadiyya.com